MAR. 16 2002

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ... ৪ ...

ফটিকছড়িতে চাঁদাবাজি করতে গিয়ে বিক্ষুব্ধ জনতার পিটুনিতে তিন শিবির ক্যাডার খুন

স্টাফ রিপোর্টার, চট্টগ্রাম অফিস ॥ শুক্রবার ফটিকছড়িতে চাঁদাবাজি করতে গিয়ে বিক্ষুব্ধ জনতার পিটুনিতে নিহত হয়েছে শিবিরের তিন চাঁদাবাজ ক্যাডার। এরা হচ্ছে আবুল মনসুর (২৮), বদিউল আলম (২৬) ও ইদ্রিছ আলী (২৪)। সকাল সাড়ে ১০টায় ঘটনাটি ঘটে উপজেলা সদর থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে মানিকছড়ি সীমান্তবর্তী নারায়ণহাট সাপমারা এলাকায়। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ সন্ত্রাসীদের গুলিভর্তি একটি বন্দুক উদ্ধার করে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানানো হয়, সকালে শিবিরের ৬ সশস্ত্র ক্যাডার ওই এলাকায় যায় তাজুল ইসলাম নামে এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে চাঁদা আদায় করতে। এ নিয়ে সন্ত্রাসীদের সঙ্গে ওই

(১১- পৃষ্ঠা ৬-এর কঃ দেখুন)

ফটিকছড়িতে চাঁদাবাজি

(প্রথম পাতার পর)

ব্যবসায়ীর কথাকাটাকাটি চলতে
থাকলে আশপাশ থেকে ছুটে আসে লোকজন। এক
পর্যায়ে লোকজন উত্তেজিত হয়ে উঠলে তিন সন্ত্রাসী
সুযোগ বুঝে পালিয়ে যায়। কিন্তু ধরা পড়ে যায় অপর
তিন সন্ত্রাসী। উত্তেজিত জনতা সন্ত্রাসীদের ধরে শুরু
করে পিটুনি। শত শত জনতা ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের
পিটুনি দেয়। এ সময় গণপিটুনিতে সন্ত্রাসী মনসুর,
বদিউল ও ইদ্রিছ ঘটনাস্থলেই মারা যায়। এর মধে
সন্ত্রাসী বদিউলের বাড়ি স্থানীয় পিলখানা, মনসুর
ইদ্রিছের বাড়ি বুলবুলি পাড়ায়। ইদ্রিছ দুর্ধর্ষ শিবি
ক্যাডার এয়াকুবের সহযোগী ইউছুফের ছোট ভাই
অবশ্য এলাকার অন্য একটি সূত্র বলেছে, স্থানীয় একটি
রবার বাগান হতে গাছকাটা নিয়ে সৃষ্ট বিরোধের জে
ধরে ঘটনাটির সূত্রপাত।

এলাকা সূত্র বলেছে, সাম্প্রতিক সময়ে ওই এলাক
শিবির ক্যাডারদের চাঁদাবাজি উদ্বেগজনকভাবে বে
গেছে। এয়াকুব বাহিনী, ওসমান বাহিনী ও দিদ
বাহিনীর ক্যাডাররা সেখানে প্রতিদিন চাঁদাবাজিতে লি
প্রায় প্রতিটি ঘর থেকে সন্ত্রাসীরা চাঁদা তোলে। না দি
চলে নির্যাতন। তাদের এই উৎপাতে লোক
এমনিতেই ছিল ক্ষুব্ধ, যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে শুক্রবা
ঘটনায়।